# কলেজ লাইব্রেরী

## বার্ষিক বাঙলা সংস্করণ

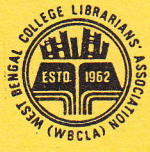

WEST BENGAL COLLEGE LIBRARIANS' ASSOCIATION (WBCLA) ESTD. 1962

## পশ্চিম বঙ্গ
## কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি

দ্বিতীয় বর্ষ ১৯৯৬

# সূচীপত্র


সম্পাদকীয় ..... পৃষ্ঠা

প্রসঙ্গ গ্রন্থাগার (কবিতা) ..... ১
*— রবীন্দ্রনাথ কর*

কলেজ লাইব্রেরিতে রেফারেন্স সার্ভিস ঃ সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ..... ২
*— ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী*

উচ্চশিক্ষায়তনে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানবৃত্তিকুশলী কর্মী ঃ আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য ..... ৪
*— অধ্যাপক সুশীল কুমার চ্যাটার্জী*

রবীন্দ্র ভাবনায় গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ..... ৮
*— কল্প মজুমদার*

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারবৃত্তির সংকটের কারণ ..... ১০
*— শ্রীকান্ত বসু*

ভারতবিদ্যা সন্ধানে বিদেশীর ..... ১৪
*— মলয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য*

গ্রন্থাগারে ওয়ার্ক কালচার — মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে ..... ১৭
*— মমতা দাশগুপ্ত*

কলেজ লাইব্রেরি ও সাময়িক পত্র ..... ২০
*— ডঃ শিখা রায়*


★ ★ ★

# সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান যুগকে তথ্য বিস্ফোরণের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। প্রচলিত ধ্যান-ধারণার নিরন্তর পর্যালোচনা ও নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষের সাথে সাথে তথ্যের পরিমানও দ্রুতহারে বাড়ছে। একইসঙ্গে বর্তমান যুগকে গতির যুগ হিসাবেও চিহ্নিত করা যায়। এই গতির যুগে বিপুল তথ্য সমুদ্র থেকে সঠিক তথ্য আরও নিখুঁত ও দ্রুত কিভাবে পাঠক বা তথ্য আহরণকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেটিই আজকে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলির ব্যবস্থাপনার মূল লক্ষ্য।

গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা (Management) নতুন যুগের দাবি মেটাতে তার পুরাতন বা গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে নতুন কলেবর ধারন করতে প্রস্তুত। তাই আজ প্রাথমিকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার প্রধান লক্ষ্যও হলো নতুন ধরনের 'কর্মসংস্কৃতি' বা Work Culture গড়ে তোলা। এই কর্মসংস্কৃতি হবে একদিকে দ্রুত বিকাশমান তথ্যরাজির সংগ্রাহক অন্যদিকে সেই বিপুল তথ্য ও জ্ঞানের সংগ্রহকে সাজিয়ে গুছিয়ে সঠিক সময়ে, সঠিক স্থানে ও সঠিক পরিমানে তার গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম। এইদিক থেকে আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা নতুন কর্মসংস্কৃতির ভিত্তিতে পুরাতন ব্যবস্থাপনার ধ্যানধারনাকে বহুদূর অতিক্রম করে এসেছে। এই নতুন কর্মসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রন্থাগারিকদেরও আজ সচেতন হবার সময় এসেছে। গ্রন্থাগারে প্রয়োগযোগ্য নতুন জ্ঞান, কৃৎকৌশল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত হতে হবে এবং তাকে কাজে লাগাতেও হবে। অবশ্য এ বিষয়ে শুধুমাত্র গ্রন্থাগারিকের সচেতনতাই যথেষ্ট নয়। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকেও এর যৌক্তিকতা বোঝাতে হবে। কারণ, ঐ নতুন কৃৎকৌশল ও যন্ত্রপাতি গ্রন্থাগারে আনার জন্য যে বাড়তি অর্থবল ও লোকবল প্রয়োজন হবে তার সংস্থান করবেন কর্তৃপক্ষ। আজকে গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে উপযুক্ত কাজ হবে নিজের পেশাগত জগতের নতুন আবিষ্কারকে জানা ও চেনার চেষ্টা করা এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত দেশী ও বিদেশী পত্র পত্রিকাগুলি নিয়মিত পাঠ করা। এছাড়া সীমিত সামর্থের মধ্যে যথাসম্ভব আধুনিকীকরণ ও পরিষেবার মানোন্নয়ন করার আন্তরিক প্রচেষ্টাও গ্রন্থাগারকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু করে তুলতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

কলেজ লাইব্রেরী ★ ২য় বর্ষ ★ ১৯৯৬ ★ মূল্য – দশ টাকা

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা বাঁধিয়া রাখিয়াছে!"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রী অরুণ কুমার ঘটক, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিম বঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতি, ২৪ বি, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও মেসার্স এম. এস. ভট্টাচার্য্য কলিকাতা - ৭০০ ০০৯ কর্তৃক মুদ্রিত।